সংবাদ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৩৬৪ কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি হারাচ্ছেন আজ

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এখন নানান সংকটে জর্জরিত। নেই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। নেই পাঠদান করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তার ওপর অস্থায়ী আর অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া ৩৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১৫ জন শিক্ষকের আজ থেকে চাকরি নেই। তাদের অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়ার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা চাকরি হারাতে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একগুঁয়েমি আর ক্ষমতার দাপটের কারণে নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আর তাই কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ এবং বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। চলছে মানববন্ধন, ঘেরাও, বিক্ষোভ আর ভুখা মিছিল। চাকরি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

চাকরি হারাচ্ছেন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া ১৫ জন শিক্ষক তাদের চাকরি স্থায়ী করা হবে বলে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনে অংশ না নিলেও তারাও চাকরি হারানোর আশঙ্কায় শঙ্কিত।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল নগরীর টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কয়েকটি কক্ষ ধার করে। সেখানেই ৬টি বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। আর প্রশাসনিক কার্যক্রম চলে ভাড়া করা একটি বাড়িতে। এরপর ২ বছর আগে নিজস্ব ক্যাম্পাসে পাঠদান শুরু হয়। এখন ২১টি বিভাগে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। বর্তমানে শিক্ষক, কর্মকর্তা আর কর্মচারী আছেন ৬২৪ জন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিভিন্ন সময়ে মাত্র ২৬০ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ করার অনুমতি প্রদান করে। যা চাহিদার তুলনায় ছিল খুবই কম। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানসহ কর্মকাণ্ড চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরপর দফায় দফায় আবেদন করেও নতুন জনবল নিয়োগ দেয়ার কোন অনুমোদন না দিয়ে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে তারা।

এভাবেই ২০১০ সাল থেকে ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত কোন শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ জনবল নিয়োগ দেয়ার অনুমোদন প্রদান করেনি ইউজিসি। এরপর ওই বছরেই অনেক দেনদরবার করার পর ৫৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার অনুমোদন প্রদান করে তারা। এর মধ্যে ৬০ জন কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং ১৪ জন শিক্ষক। কিন্তু ২১টি বিভাগ ও ৬টি অনুষদে শিক্ষক কর্মচারীর অভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদানসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড অচল হওয়ার উপক্রম হলে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ১৪৪ জন শিক্ষকসহ ৩৪৫ জন জনবল নিয়োগ দেয়ার আবেদন করলেও ইউজিসি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভা করে অসংখ্যবার ইউজিসির কাছে জনবল নিয়োগ করার আবেদন করেও কোন ফল পায়নি।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান ইউজিসি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে বরাবরই বিমাতাসুলভ আচরণ করেছে। তারা যদি জনবল নিয়োগ দেয়ার অনুমতি প্রদান নাই করবে তাহলে ৬টি বিভাগের স্থলে ২১টি বিভাগ অনুমোদন কেন দিল। ২১টি বিভাগে কি পরিমাণ শিক্ষক আর জনবল প্রয়োজন তা তারা কি জানেন না। তারপরেও কোন কোন অতি উৎসাহী ইউজিসির সদস্য ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে জনবল নিয়োগ প্রদান করতে বাদ সাধে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে। এরপরেও ইউজিসি তার একগুঁয়েমিপনা অব্যাহত রাখলে সিন্ডিকেট সর্বসম্মতভাবে বাধ্য হয়ে অ্যাডহক ভিত্তিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতে বাধ্য হয়। যার কারণে বর্তমানে ৩৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এখন চাকরি হারাতে বসেছে বলে ওই কর্মকর্তা জানান। অপর এক কর্মকর্তা জানান, ইউজিসি অনুমোদন না দিলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে যা যা করা দরকার তাই করেছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক নেতা জানান, ২১টি বিভাগে শিক্ষকের প্রয়োজন কমপক্ষে আড়াইশ' জন। সেখানে আছে মাত্র ৯২ জন। একইভাবে লোকপ্রশাসন বিভাগ খোলার অনুমতি দিয়েছে ইউজিসি; কিন্তু প্রায় ৮ মাস হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত ওই বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। ফলে ওই বিভাগে ভর্তি থাকা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, ২১টি বিভাগে সেমিনার লাইব্রেরি বিজ্ঞান গবেষণাসহ বিভিন্ন খাতে যেখানে জনবল দরকার কমপক্ষে ৬০ জন ইউজিসি অনুমোদন দিয়েছে মাত্র ৭ জনের। একইভাবে ৩টি হল সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, ক্যাফেটারিয়া কম্পিউটার ল্যাব গবেষণাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা প্রহরীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪শ'র উপরে কর্মকর্তা প্রয়োজন হলেও ইউজিসি এদিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

একজন কর্মকর্তা জানান, অ্যাডহক বা অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি গেলে বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে অচল হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে আবারও নতুন করে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতেই হবে। তাহলে কি নিয়োগ বাণিজ্যের নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য এতসব আয়োজন চলছে এ প্রশ্ন এখন সবার।

এদিকে আন্দোলনরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ তাদের ৩ মাস ধরে বেতন প্রদান করা হচ্ছে না। স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকরাও বেতন পাচ্ছে না। দেশের আর কোন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী মাসিক বেতন পাচ্ছেন না এমন ঘটনা নেই বললে চলে। তাহলে ইউজিসি কি রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে চায় বলে প্রশ্ন রেখেছে তারা। সে কারণে সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি স্থায়ীকরণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

এদিকে গত এক সপ্তাহ ধরে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে কর্মবিরতি অব্যাহত রাখায় সব কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

সার্বিক বিষয়ে জানার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর উ... তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদকে জানান, তিনি নিজেও ২ মা... ধরে বেতন পাচ্ছেন না। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আর্থিক দুরাবস্থা তাতে ক... আন্দোলন করতে হবে না এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে। তি... বলেন, এটা ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবল প্রয়োজন আছে। তবে এতগুলো প... অ্যাডহক নিয়োগ দেয়া ঠিক হয়েছে কিনা সেটা দেখতে হবে। তিনি বলে... পর্যায়ক্রমে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তারিখ 30 JUN 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২